সাখাওয়াত হোসেন সুজন

# সতিন

বিয়েটা হয়েছে গোপনে। ফুলশয্যাটাও হচ্ছে সবার অগোচরে। তৃতীয় স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে মিলিত হওয়ার স্থানটিও নতুন। কক্সবাজারের একটি হোটেল রুম। ঢাকায় বিয়েটা সেরেই দুই স্ত্রীকে নিয়ে হানিমুনে চলে এসেছে রিমন!

প্রথম বিয়েটা হয়েছিল কৈশোরে। দ্বিতীয়টা পঁচিশে। তৃতীয়টা ত্রিশে।

গল্প

প্রথম বিয়েটা হয়েছিল দুর্ঘটনাবশত। বয়ঃসন্ধিক্ষণের ভুল। সবে দাড়ি-গোঁফসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে অবাঞ্ছিত লোমের আবির্ভাব। স্বাভাবিক কিছু কাজ অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়া। শিশুকাল থেকে যা দিয়ে হিসু হতো তা দিয়ে অন্য কিছুর নির্গমন। অগত্যা বন্ধুদলে এসবের গল্প করে নিজেকে আবিষ্কার। বন্ধুদের সবাই যে অভিজ্ঞ তা বলা চলে না। কিন্তু তাদের কথা শুনে মনে হয় নানান কসরতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছে তারা। তখন থেকেই কামনার ঘোড়া দৌড়ের প্রস্তুতি নেয়। পথটা মসৃণ ছিল না। দৌড়াতে গিয়ে হোঁচট খেতেই হয়।

শরীরী পরিবর্তন সুস্পষ্ট এমন কিশোরীকে জড়িয়ে ধরেই কেলেঙ্কারি। গ্রাম্য সালিশ। মেয়ের দাদুসহ সবার সিদ্ধান্তে পড়িয়ে দেওয়া হয় বিয়ে। তবুও অবদমিত থাকে গোপন সে বাসনা! মেয়ের বাবা শহরে চাকরি করেন, সপ্তাহ শেষে গ্রামে ফিরে এসব জানতে পেরেই বিয়ে বাতিল করে দেন। শাসান মোড়লদের। কাগজপত্রের বালাই নেই, মোল্লা আর চার সাক্ষীতেই বিয়ে! বাড়াবাড়ি করলে বাল্যবিয়ের মামলা করবো। হুমকি দিয়ে পরদিনই পরিবার নিয়ে চলে যান শহরে। আর ফেরেন না।

এ দুর্ঘটনায় বদলে যায় ছেলেটি। পরিবার বুঝতে পারে বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষাগুলো দেয়ার অন্যতম দায়িত্ব তাদের। ছেলের জন্য তার বাবাও সপরিবারে পাড়ি জমান অন্য এক শহরে। নিবিড় পরিচর্যায় সংশোধন হয় রিমনের জীবন। কৈশোরের প্রেম প্রেম ভাব ও প্রেয়সীর ছবিটাও হৃদয় থেকে মুছে যায়।

জীবনের মূল্যবান সময়টুকু কাজে লাগিয়ে মন দিয়ে পড়ালেখা করে একদিন সে প্রতিষ্ঠিত হয়। বয়স তখন চব্বিশ। সম্বন্ধ আসতে থাকে বিয়ের। কৈশোরে দমিত কামনা আবারও শরীর-মনকে উতলা করে। পরিবারের প্রচেষ্টায় এক বছরের মধ্যে মিলে যায় এক স্নিগ্ধ কন্যা। অতঃপর দ্বিতীয় বিয়ে! বাস্তবের সেই ফুলশয্যা আসে পঁচিশতম বছরে। সাতাশেই কন্যা সন্তানের জনক।

তারপরও তৃতীয় বিয়ে! যা করতে হয় গোপনে। এ বিয়ের আয়োজক

তারই স্ত্রী! কেমন করে যেন হবু সতিন ও তার পরিবারকে রাজিও করিয়েছে সে।
বাসর রাত রিমনের জীবনে নতুন নয়, তাই কোনো দুশ্চিন্তাও নেই। নিজের প্রথম সেই রাতের কথা স্মরণ করে হাসলো সে। স্মৃতির পাতায় ফুটে উঠলো সেই রাত। লতাকে বাসর ঘরে দিয়ে মা যখন বেরিয়ে গেলো তখন মনের ভেতর সে কী উত্তেজনা। নববধূর সঙ্গে হাসিমুখে বেশ কিছু কথা বললেও ভেতরে শিহরণ, গোপন আকর্ষণ।
কিন্তু হতাশ করে লতা। সে বলে, 'ফুলশয্যায় তোমাকে মন-প্রাণ সব উজাড় করে দিতে চাইলেও আমি তা পারছি না রিমন। তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও।'
'তাহলে বিয়ে করলে যে।' বললো বিস্মিত রিমন। 'তুমি কি আর কাউকে...'
লতা হাসতে হাসতে তাকে ধরে গড়িয়ে পড়লো বিছানায়। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'আমার পিরিয়ড চলছে। গতকালই শুরু হয়েছে। কয়টা দিন একটু সবুর করো।'
হেসেছিল রিমনও। চিৎ হয়ে শুয়ে সে বলেছিল, 'চক্রান্তটা ঐশ্বরিক! এত বছর অপেক্ষার পরে পাওয়া রাতও প্রতীক্ষায় কাটাতে হবে।'
নানা বিড়ম্বনায় নবদম্পতির কাঙ্ক্ষিত মিলন ঘটেছিল বিয়ের দশদিন পর। অতীত সেই সুখস্মৃতিতে ডুব দেবে এ সময় দরজায় কড়া নাড়লো সম্ভাব্য স্মৃতি। দুই নারীর আগমন!
'সুবর্ণ-লতা' কেবল এতটুকু বলে দাঁড়িয়ে থাকলো রিমন।
লতা এসে বললো, 'তোমার এই বাসরটা ওটার মতো হবে না। সুবর্ণার তেমন দিন আসতে এখনও অনেক দেরি।'
সতিনকে সাজানো বিছানায় বসিয়ে বের হচ্ছিল লতা। সুবর্ণা তাকে ডাক দিয়ে বললো, 'কলেজ জীবনের শোধ তুললি। আমাকে সতিন বানিয়েই ছাড়লি?'
লতা কোনো জবাব দিলো না। কলেজ জীবনে সে ঠাট্টার ছলে প্রায়ই বলতো; 'তোর আর আমার পছন্দের যা মিল বরও দেখবি একটাই দু'জনের পছন্দ হবে। তুই আমার সতিন হবি সতিন।'
আজ হেসে কথাগুলো উড়িয়ে দিলো লতা। রিমনের হাত ধরে টেনে দরজা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বললো, 'অভিজ্ঞতা কাজে লাগিও।'
রিমন যেন নিষ্প্রাণ। বললো, 'তোমাকে ভালোবাসি বউ। তোমার জোর-জবরদস্তিতেই এমনটা করলাম।'
কিছু না বলে বের হয়ে গেলো লতা। রিমন এগিয়ে গেল নববধূর দিকে। অপূর্ব সুন্দর লাগছে তাকে। এমন শরীরী গঠন যেকোনো পুরুষের পাশবিক সত্তাকে জাগ্রত করে। সুবর্ণা তো এখন তার স্ত্রী। কামনার আগুন যেন জ্বলে উঠলো। সুবর্ণার মেদবহুল নিতম্ব আর সুডৌল বুক তাকে আকর্ষণ করলো। তাকে বিছানায় শুইয়েই বুকে চাপ দিলো রিমন। চাপে শতভাগ না থাকলেও কিছুটা মায়া ছিল। কিন্তু চিৎকার করে উঠলো সুবর্ণা। এরপর নির্বাক, যেন নিজেকে সমর্পণ করেছে সে।
রিমনের পুরুষালি আচরণ। যৌনতা এখন তার কাছে নতুন কিছু নয়। যৌনসঙ্গী নতুন হতে পারে। বিছানায় চোখ বন্ধ করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সুবর্ণা। যেন নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে- স্বামী যা ইচ্ছা করুক। রিমন তার সামনের অংশ কিছুটা উন্মুক্ত করলো। এরপর তার হাত গেল নিচের দিকে। আদরের কোনো জবাব না পেলেও আদরে আদরে সামনের দিকে এগুতে থাকলো। স্ত্রী অঙ্গের পোশাক অপসারণ করে রীতিমতো চমকে উঠলো।
সুবর্ণাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এতো লাল লাল গোটা গোটা চাকার মতো দানা কেন বাম দিকেরটাতে?'
নির্বাক সুবর্ণা। এতক্ষণে সে খেয়াল করলো নববধূ কথা বলছে না। হয় অজ্ঞান নয় মৃত!
দ্রুত উঠে ইন্টারকমে লতাকে ফোন দিল। ছুটে এলো সে। বান্ধবীকে যে অবস্থায় নিজে কোনোদিন দেখেনি সে অবস্থায় দেখলো। লতা নিশ্চিত সুবর্ণা জ্ঞান হারিয়েছে। সে জানে মুখে একটু পানি ছিটিয়ে দিলেই জ্ঞান ফিরবে। উঠে গিয়ে এক গ্লাস পানি এনে সুবর্ণার খোলা বুকের দিকে তাকিয়ে থাকলো লতা!
রিমন বললো, 'ওর বুক অমন কেন?'
লতা কথা না বলে সুবর্ণার মুখে পানি ছিটিয়ে দিলো। চেতনা ফিরলো তার। চোখ খুলে লতাকে দেখলো। লজ্জা পেয়ে ঢেকে নিলো অনাবৃত শরীর। মুখ নিচু করে বললো, 'আমার কি বাসর হয়ে গেছে? কিছুইতো টের পেলাম না।'
লতা হেসে বললো, 'বুকে হাত দিতেই তুই অজ্ঞান। বাকি কাজ করলে তো মরেই যেতি!'
এরপর রিমনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওর পিরিয়ড পিছিয়ে দিয়েও দেখি সফল হলাম না।'
রিমন বললো, 'তোমার রুমের চাবি দাও। থাকো তোমরা একসঙ্গে, আমি ঘুমাতে গেলাম।'
চাবি নিয়ে বেরিয়ে গেল রিমন। বোঝাই যায় কিছুটা বিরক্ত সে। ওদিকে বাসরশয্যায় ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে দুই সতিন।

এরপরের কাহিনিটাতে জটিলতা নেই। নতুন স্ত্রীর জীবনের জটিল রহস্য জানতে পারে রিমন। পরদিনই বাসর হয়। পুরুষের মন কামনার জায়গায় আপসকামী হয় না। তাই ফুলশয্যার অপ্রাপ্তিটুকু ঠিকই পূরণ করে নেয়। সুবর্ণার কাণ্ড আরও অবাক হওয়ার মতো। বিয়ের পর রিমনকে সে যেন নিজের করে নেয়। দুই সতিন এক বাসায় থাকলেও রিমন তার দখলে। অবাক হয় রিমনও, লতাকে তার এতটা কামুক মনে হয়নি! তবে লতার এসব নিয়ে কোনো মাথা ব্যথাই নেই। স্বামী-সতীনের থেকেও সন্তান যেন তার কাছে বড়। একমাত্র মেয়েকে নিয়েই ব্যস্ত সে।
কিন্তু জীবন সবাইকে দ্রুতিগতিতে চলতে দেয় না। থামিয়ে দেয়। থামে সুবর্ণাও। কত মধুময় সে থেমে যাওয়া। সন্তান ধারণের লক্ষণ দেখা দিলেই থেমে যায় সে। যেন এই মুহূর্তের জন্যই তার দ্রুত চলা! কাজ বেড়ে যায় লতার। স্বামী-সন্তান-সতিন তিনজনের দেখাশুনা, ফুরসত নেই তার। তবুও সে ফুরফুরে।
বছর ঘুরতেই ছেলের মা হয় সুবর্ণা। কিন্তু সন্তানের সব দায় যেন লতার। আবারও স্বামী নিয়ে ব্যস্ত সুবর্ণা। প্রথম সন্তান জন্মের এক বছর যেতে না যেতেই ফের সন্তানসম্ভবা হয় সে। নির্দিষ্ট সময় পর মা হয়। এবার মেয়ে। হাসপাতালে বাচ্চাটা কোলে নিয়ে লতা বলে, 'মা কি হতেই থাকবি?'
'হুম, যতদিন সামর্থ আছে আমি থামছি না। আমার আবার কী। দায়িত্ব ওই ডেলিভারি পর্যন্ত। তারপরের দায়িত্ব তোর। জন্ম দেব আমি, আর মা হবি তুই।' হাসিমুখে বললো সুবর্ণা।
নশ্বর পৃথিবী সেই অবকাশটুকু আর দিলো না। মৃত্যুদূত পরের বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করলো না। কিছুদিনের মধ্যেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো সুবর্ণা। রোগের কঠিন ভোগান্তি সইতে না পেরে কয়েকমাসের মধ্যেই পাড়ি জমালো পরপারে। শেষের মাসটা দেশের বাইরে ছিল রিমন। সুবর্ণার মৃত্যুর খবরে ছুটে এসেছে।
এত তাড়াতাড়ি এমনটা হবে ভাবতেই পারেনি সে। সুবর্ণার দাফন-কাফনসহ যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে একদিন লতাকে প্রশ্ন করলো; 'সুবর্ণাকে সতিন বানানোর উদ্দেশ্য কী ছিল তোমার?'
হাসার চেষ্টা করলো লতা। কিন্তু চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো পানি। এরপর বললো, 'ও আমার ইন্টারমিডিয়েটের সময়কার বান্ধবী। আমি যখন মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বর্ষে তখন ও একদিন আমার কাছে এলো একটা গোপন রোগ নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে যখন সে পারিবারিক ও কর্মজীবনে জড়াবে তখন নিজের আজীবনের গোপন করা রোগের চিকিৎসা করাতে আসে। বিষয়টা জেনে আমি অবাক হই। ওর মুখ থেকে শুনেই আন্দাজ করি। ওকে আমাদের ম্যাডামের কাছে নিয়ে গিয়ে নিশ্চিত হই। সে ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত। যদি গোপন না করে প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা নিতো তাহলে কিছুটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এমন একটা পর্যায়ে বিষয়টা জানা গেল যখন আর কিছুই করার নেই। রোগটা ওকে দ্রুত কাবু করছিল।'
'কিন্তু তোমার-আমার বিয়েতো হয় তারও অনেক পরে। তুমি ডাক্তারি পাস করলে এরপর স্বাস্থ্য ক্যাডারে যোগ দিলে তারপর বিয়ে হলো।' মাঝখানে প্রশ্ন করলো রিমন।
লতা বললো, 'হুম, আমাদের বাচ্চাটা যখন পেটে তখন আমি হাসপাতালে নিয়মিত চেকাপ করাতাম। একদিন হাসপাতালে দেখা হয়ে গেল সুবর্ণার। কয়েকটা বছর বেশি বাঁচার জন্য নিয়মিত চিকিৎসা করছে সে।'
আমাকে একান্তে বললো, 'আমার পিরিয়ড দশ-এগারো বছর বয়সেই শুরু হয়। বয়ঃসন্ধিক্ষণে যখন শরীরী পরিবর্তন হয় তখন থেকে একটির মেয়ের যে চাহিদা তা অপূর্ণই আছে। জীবনে অসততা ছিল না কখনও।

আর এখনতো মরণের কাছাকাছি চলে এসেছি। কিন্তু নারীজীবন কি পূর্ণতা পাবে না? আমার কি বিয়ে হবে না বান্ধবী? আমার কি সন্তান হবে না?'
'আমার নারী হৃদয়ে তার কথাগুলো বারবার আঘাত করতে লাগলো; 'আমার কি বিয়ে হবে না বান্ধবী?' এই শব্দগুলো আমাকে অনবরত তাড়া করছিল। শেষে তোমাকে রাজি করালাম। তাকে ও তার পরিবারকে রাজি করালাম। তোমাকে বিয়ে করানোতে ক্ষেপে গেল তোমার পরিবার। আর তার পরিবার ক্ষেপলো একজন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়ার কারণে। আমরা একা হয়ে গেলাম।' বললো লতা।
রিমন বললো, 'একা কই হলে? তিন-তিনটা বাচ্চার মা তুমি। একজন আয়া দিয়ে এতগুলো বাচ্চা সামলাও। চাকরিও করো। এতবড় দায়িত্বও পালন করলে। তবে সুবর্ণার চলে যাওয়াটা আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হলো। মানে এত তাড়াতাড়ি!'
'মেডিকেল সায়েন্সে আমরা জানি ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকিটা থাকে আরেকটু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর। কিন্তু ওর ক্ষেত্রে ঘটনাটা একটু ব্যতিক্রম হয়েছে। কম বয়সেই সে আক্রান্ত হয় এবং রোগ যন্ত্রণা ভোগ করে অকালেই চলে গেল।' বললো লতা।
রিমন বললো, 'আমিও তেমনটাই জানতাম। সুবর্ণার জন্য দুঃখ হয়। বড় ভালো ছিল সে...।'
'এ প্রসঙ্গ থাক এখন। একটা সুখবর আছে।' তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললো লতা।
'মাফ চাই। আর কোনো বিয়ের জন্য অন্তত চাপ দিও না! ওই সুখবর আর না। এক জীবনে তিন বিয়ে। একবার ডিভোর্স, একবার বিপত্নীক, বিধবা পুরুষও বলতে পারো। আর চাই না। আর না বউ।' বললো রিমন।
লতা বললো, 'প্রথম বিয়েটার কথা তুমি ভুলে যাও না কেন? ওটার কথা বললে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'
দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিমন বললো, 'বয়ঃসন্ধির কোনো শিক্ষা ছিল না। বন্ধুদের পাল্লায় মিসগাইড হয়েছি। মেয়েটার চেহারাটাও মনে করতে পারি না।'
লতা রেগে বললো, 'রাখ ওই মেয়ে। শোনো কাল তোমার বাবা-মা ও আমার বাবা-মা সবাই আসবেন। সুবর্ণার মৃত্যুর খবর দিয়ে কেঁদে-কেটে তাদের বুঝিয়েছি। তারা আমাদের ক্ষমা করেছেন। নাতি-নাতনিদের দেখতে আসছেন।'
কথাগুলো রিমনের জন্য অমৃত। মুখে ভাষা নেই। খুশির অশ্রুতে সজল চোখ। লতাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলো। আর সামনে এগুতে পারলো না। প্যা প্যা প্যা আওয়াজ! বাচ্চাদের কান্নার শব্দ পেয়ে দৌড় দিল লতা।
পরেরদিন বাড়ি ভর্তি মানুষ। দুই পরিবারের সদস্যে ভরপুর। ছোট ছোট শিশুরা সবার আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু। রিমনের বাবা সবার সামনে লতার প্রশংসা করে বললেন, 'নারী সবকিছুতে ভাগ দিতে পারে কিন্তু স্বামীতে না। তুমি নিঃস্বার্থ হয়ে তাও দান করলে। সত্যিই মা তুমি অনন্যা।'
লতা বললো, 'শুকনো কথায় কাজ হবে না বাবা। আমার দু'টো জিনিস লাগবে। এক নম্বরে আমার তিন বাচ্চাকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাদের। আর দুই নম্বর প্রচুর টাকা দিতে হবে।'
'টাকা দিয়ে তুমি কী করবে?' জানতে চাইলো রিমন।
'ব্রেস্ট ক্যান্সারসহ নারীদের যত ভয়াবহ রোগ আছে সেগুলোর জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল করবো। সচেতনতামূলক কাজ চালাবো।' বললো লতা।
এবার কথা বললেন লতার বাবা। তিনি বললেন, 'মা তুই গর্ব করার মতো মেয়ে। কোনো চিন্তা করিস না, কেবল তোর শ্বশুর না, আমাকেও পাশে পাবি।'
এমন সময় কলিং বেলের আওয়াজ। লতা গিয়ে দরজা খুলে অবাক। সুবর্ণার বাবা-মা এসেছেন। লতাকে জড়িয়ে ধরে সেকি কান্না তাদের। লতার বাবা এগিয়ে গিয়ে তাদের ভেতরে নিয়ে এলেন।
তাদের দেখে বিস্মিত হলেন রিমনের বাবা! তিনি বললেন, 'আপনারা?'
রিমনেরও চেনা চেনা লাগলো।
পাশ থেকে তার মা বললো, 'ওদের মেয়ের সঙ্গেইতো ছোটবেলায় তোর বিয়ে হয়েছিল। মেয়ের দাদু বিয়ে দিলেও বাবা মেনে নেননি...'
লতা অবাক। চোখের পানি আর ধরে না তার। চাপা গলায় বললো, 'রিমন, তুমি কি কিছু বুঝেছো!'
রিমন ছল ছল চোখে ভাঙা গলায় বললো, 'তার মানে সুবর্ণাই আমার প্রথম স্ত্রী ছিল।'